ইসলামী ব্যাংক

ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর

মুহাম্মাদ যাহিদ সিদ্দিক মুঘল

অনুবাদ

ইফতেখার সিফাত

সম্পাদনা

আসিফ আদনান

Ilmhouse

সূচীপত্র

- সম্পাদকের কথা ১১
- অনুবাদকের কথা ১৬
- পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিলুপ্তির কাল ২০
- ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর ৩০
- পুঁজিবাদের ইসলামীকরণ ৩৩
  - ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো ৩৫
  - অর্থনীতিশাস্ত্র ৩৮
  - ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ৪২
  - ইসলামী অর্থনীতি—পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবক ৪৫
- ব্যাংকিং কি আদৌ ইসলামী হতে পারে? ৪৮
  - ব্যাংকিং, মুদ্রা-ব্যবস্থা ও বৈধতাদানকারীরা ৫০
  - বৈধতাদানকারী ও নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি ৫২
  - ব্যাংকিং এর ব্যাপারে বৈধতাদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা ৫৬
  - পণ্য-নির্ভর ব্যাংকিং? ৫৮
- ব্যাংকিং-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৬১
- ব্যাংকিং এর ইসলামীকরণ : একটি পর্যালোচনা ৬৯
  - ব্যাংকিং-ব্যবস্থার শার'ঈ অবস্থান ৬৯
  - কাল্পনিক ঋণের রসিদ ৭১
  - অবাস্তব অজুহাত ৭২
  - বিকল্প কাকে বলে? ৭৫
  - উপসংহার ৭৭

- মাওলানা তাকী উসমানী ও ইসলামী অর্থনীতি ৭৮
  - মাওলানা তাকী উসমানীর অবস্থানের পর্যালোচনা ৮৯
    - অর্থনীতিশাস্ত্রের ব্যাপারে অপূর্ণাঙ্গ ধারণা ৮৯
    - সামগ্রিক পর্যালোচনার ভ্রান্তি ৯০
    - ভোগ এবং মুনাফা সর্বোচ্চকরণকে স্বভাবজাত মনে করা ৯৩
    - লাভ অর্জন বনাম মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ৯৬
    - উদ্দেশ্য ও পন্থার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ৯৯
    - ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ও অসম্পূর্ণ ভাবনা ১০৩
  - বৈশ্বিক আগ্রাসী ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির বৈধতা ১০৬

- বিকল্পের পুনর্বিবেচনা ১০৯
  - ‘কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত বিকল্প’-এর বাস্তবতা ১১০
  - কার্যকরী বিকল্প খোঁজার পদ্ধতির পর্যালোচনা ১১১

- বাতিল চাহিদা পূরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা ১১৫
  - ‘হারাম না’ এর দর্শন ১১৭
  - উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ভুল ধারণা ১২০
  - ‘ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা’ ও ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ১২২
  - ‘আমলের পর তত্ত্ব’ আবিষ্কারের পদ্ধতি ১২৩
  - সংস্কারের ভুল ধারণা ১২৫
  - হারামের বিকল্প কি আবিষ্কার করতেই হবে? ১২৭
  - আকাবির উলামাগণের অপ্রাসঙ্গিক মতসমূহের উদ্ধৃতি ১২৯

- ইসলামী ব্যাংকিং : একটি সরল আলোচনা ১৩৬
  - বৈধতাদানকারীদের গবেষণা-পদ্ধতির মৌলিক ভ্রান্তি ১৩৬
  - ভালোর গ্রহণ মন্দের বর্জন ১৩৮
  - ইসলামী ব্যাংকিং এর পলিসি এবং পর্যালোচনা ১৪৩
  - প্রাইভেট এবং পাবলিক অবস্থানের বৈপরীত্য! ১৪৬

  - শরীয়তে সম্পূর্ণতার (totality) আলোচনা কি নতুন কিছু? ১৪৭
- প্রয়োজনের দর্শন এর ভুল ব্যবহার ১৫৩
  - বাহানা-নির্ভর বিকল্প ১৬৩
  - ইসলামী অর্থনীতি কি মন্দা (recession) থেকে নিরাপদ? ১৬৭
  - বিরোধী পক্ষের ব্যাপারে অবস্থান ১৭০
- পরিশিষ্ট ১৭৩
- ফ্র্যাকশানাল রিযার্ভ ব্যাংকিং কি ইসলামী হওয়া সম্ভব? ১৭৪
- নতুন পোশাকে রিবা ১৮২
  - কন্ট্র্যাক্টাম ট্রিনিয়াস—তিন চুক্তি ১৮৩
  - রিবা ও আহলে কিতাব ১৮৩
  - রিবা এবং একটি বিকল্প ১৯৪
  - ব্যাংকিং এর দর্শন ২০১
    - ঝুঁকিহীন (risk free) ২০২
    - সুদি ঋণ ২০২
  - 'ইসলামী' ব্যাংকিং এর পক্ষে দেয়া যুক্তি ২০৯
  - অন্যান্য রূপ ২১৩
    - লোনের সাথে দান (Donation) যুক্ত করা হবে ২১৩
    - আংশিক অংশীদারি থেকে পূর্ণ মালিকানা ২১৪
    - লোন ও শ্রম চুক্তি (Loan plus a Labour Contract) ২১৫
  - রিবা নাকি রিবার অনুকরণ? ২১৬

পুঁজিবাদের ইসলামীকরণ

গত দু-শতাব্দী জুড়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রভাবে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার ক্ষেত্র ও সুযোগ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বিচক্ষণ প্রতিটি মানুষের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট। অর্থব্যবস্থা জীবনের এমন একটি অংশ, যেখানে সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ থাকে। ফলে এর প্রভাবও পড়ে সকলের ওপর। আর যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অর্থ ও আরও অর্থ, তাই পুঁজিবাদ-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দিকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে আখিরাতের বদলে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রবণতাও তাই আজ ব্যাপক হয়ে গেছে। আর এমন চিন্তাধারার প্রসারের কারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রভাবও ক্রমাগত বেড়েই চলছে। উদাহরণ হিসাবে সুদের কথা ভাবা যেতে পারে। সুদের ব্যাপারে যত ব্যাখ্যাই দেয়া হোক না কেন, দিনশেষে জাগতিক হিসাবে-নিকাশের দিক থেকে সুদের মানে হলো ঋণদাতার টাকা বাড়া। কিন্তু আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং আখিরাতে লাঞ্ছনা ও অশান্তির কারণ। কাজেই একজন মানুষ আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে যতক্ষণ নিজের অর্থনৈতিক কাজ পরিচালনা করবে, পুঁজিবাদী চিন্তা তার জীবনাচারে প্রভাব ফেলতে পারবে না। কারণ, আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত কার্যক্রম ইসলামের নীতিমালার সাথে চরমভাবে সাংঘর্ষিক।

অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য শুরু থেকেই আলিমগণ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন শাখাগত বিষয়ের ব্যাপারে শরীয়াহর আলোকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে আসছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এই ধারা আজও চলমান। এমনই একটি বিষয় হলো প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং-ব্যবস্থার ব্যাপারে শরয়ী হুকুম এবং এর সম্ভাব্য বিকল্প নিয়ে আলোচনা। উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে নিজেদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন, যা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, বর্তমান প্রচলিত ব্যাংকিং-ব্যবস্থার সুদ হলো কুরআনে বর্ণিত সুদেরই (রিবা) আধুনিক রূপ। প্রচলিত ব্যবস্থাকে এ সুদ থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত একে শরীয়াহসম্মত বলে স্বীকৃতি দেয়া অসম্ভব।

প্রচলিত ব্যাংকিং-ব্যবস্থার ব্যাপারে শরয়ী অবস্থান জানার পর আসে এর বিকল্পের প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রেও মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উলামায়ে কেরাম কিছু সমাধান দিয়েছেন। উপমহাদেশেও এ নিয়ে কাজ হয়েছে। বিশেষ করে এ ব্যাপারে মাওলানা তাকী উসমানী সাহেবের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। তবে মনে রাখতে হবে যে এ পর্যন্ত যেসব সিদ্ধান্ত দেয়া

হয়েছে সেগুলো উলামায়ে কেরামের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ ও মতামত। এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো ইজমা বা ঐকমত্য হয়নি। প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপারে শরয়ী অবস্থান এবং শরীয়াহর লক্ষ্য অর্জনে এর ভূমিকা নিয়ে আলিমগণের মধ্যেই বিভিন্ন মতামত আছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে :

১) উদ্দেশ্যের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংক এবং সুদভিত্তিক ব্যাংকের সম্পর্ক কেমন? এ দুটি কি একই উদ্দেশ্য অর্জনের ভিন্ন মাধ্যম? নাকি এ দুয়ের উদ্দেশ্যের মাঝেই পার্থক্য আছে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে জীবনব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তলিয়ে দেখা হবে, আদৌ এই পদ্ধতি দিয়ে শরীয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হবে কি না। অর্থাৎ সার্বিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আলোচনার ফোকাস হবে, কোনো শাখাগত বিষয় না।

২) ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে কি আদৌ ইসলামী বানানো সম্ভব?

৩) প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য যে সেবা ও পণ্যগুলো (Financial products and services) প্রস্তুত করে, শরয়ী নীতিমালার আলোকে সেগুলোর পর্যালোচনা। এ অংশে আলোচনার ফোকাস হবে শাখাপ্রশাখা।

তবে এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা প্রথম পয়েন্টটি নিয়ে। অর্থাৎ এ অধ্যায়ে আমরা সার্বিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব, শাখাগত বিষয়ে না। আমরা বোঝার চেষ্টা করব কীভাবে ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং এর দর্শন ও কর্মপদ্ধতি একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং অন্যদিকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূলে আঘাত করে। তারপরের অধ্যায়ে আমরা তাকাবো ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাস্তবতা ও এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকে। আর তারপর ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে উপমহাদেশে মাওলানা তাকী উসমানীর আলোচনা অন্যান্যদের তুলনায় সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হওয়ায় আমরা তাঁর লিখিত কিতাব—ইসলাম আওর জাদিদ মায়িশাত ওয়া তিজারাত—নিয়ে আলোচনা করব। হযরতের অবস্থান এবং আলিমগণের সাথে তিনি এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার ফলে তাঁর এ বইটির গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা অন্যান্য বইগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। অনেক মাদ্রাসার সিলেবাসেও এ বইটি স্থান পেয়েছে। এ পর্যালোচনা পর ইসলামী অর্থনীতিবিদদের উত্থাপিত অজুহাতগুলোর ত্রুটিগুলোর দিকে তাকানো হবে।

প্রথমে এ ব্যবস্থার দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখা হবে, কীভাবে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের অবধারিত ফলাফল হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সহায়ক হিসাবে কাজ করা, এবং আল্লাহই একমাত্র তৌফিকদাতা।

ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো

অন্যান্য পশ্চিমা দর্শনের ইসলামীকরণের মতো ইসলামী অর্থনীতিরও মৌলিক সমস্যার শুরু হলো ইউরোপের এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিক কাঠামোর ফসল হিসাবে বের হয়ে আসা সামাজিক বিজ্ঞানগুলো নিরপেক্ষ ও প্রতিক্রিয়াহীন (value-neutral) ধরে নিয়ে সেগুলোকে গ্রহণ করা। আজকের বিজ্ঞ ইসলামী অর্থনীতিবিদরা এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে কেবল তাত্ত্বিক এবং নিরপেক্ষ (abstract & value neutral) মনে করেন। তারা মনে করেন, এগুলো থেকে বের হয়ে আসা পলিসিগুলো যেকোনো ব্যক্তি বা জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে তারা কোনো যন্ত্র বা উপকরণের মতো করে দেখেন, যেগুলোকে ইচ্ছে অনুযায়ী যেকোনো কাজে লাগানো যায়। এ কারণেই পশ্চিমা শিক্ষা ও দর্শনের প্রতি তারা 'ভালোর গ্রহণ ও মন্দের বর্জন' এর নীতি অবলম্বন করেন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো অর্থনীতিসহ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলো নিরপেক্ষ (value neutral) না; বরং ইসলামী শিক্ষার মতো পশ্চিমা এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলোরও আছে সুনির্দিষ্ট উৎস ও উদ্দেশ্য। মানবজাতির সামষ্টিক চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো ধ্রুব, অপরিবর্তনীয় সত্য বা মূলতত্ত্ব এগুলো তুলে ধরে না। এটা তাদের উদ্দেশ্যও না; বরং সামাজিক বিজ্ঞানগুলো কাজ করে ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞাকে নিয়ে, যাকে Human Being বা 'ব্যক্তিমানব' বলা হয়ে থাকে।

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর মতোই ব্যক্তির এই নির্দিষ্ট ধারণা এবং সংজ্ঞাও এনলাইটেনমেন্টের ফসল। হিউম্যান বিয়িং এর এই ধারণা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসাবে ধরে নেয় (freedom as self-evident value)। হিউম্যান বিয়িং মানে কিন্তু নিছক 'মানুষ' না। সে এক নির্দিষ্ট চিন্তার, বিশেষ ধরনের মানুষ। সে হলো এমন কেউ যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী মনে করে। বিভিন্ন জীবনব্যবস্থা ও দর্শনকে সে মূল্যায়ন করে একটি ও কেবল একটি মাপকাঠি দিয়ে, মানবিক চাহিদা। মানবিক চাহিদা ও কামনা-বাসনার সীমাহীন পূর্ণতা, অর্থাৎ সীমাহীন অর্থনৈতিক উন্নতিই এই হিউম্যান বিয়িং-এর জীবনের উদ্দেশ্য।

অর্থনীতিশাস্ত্রের (Economics) পুরো কাঠামো গড়ে উঠেছে ব্যক্তির এই নির্দিষ্ট সংজ্ঞা এবং এর অন্তর্নিহিত মূলনীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে। অর্থনীতির সব বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব এমন একজন ব্যক্তি বা একোনমিক এজেন্টকে ঘিরে তৈরি করা যে,